দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

017

মাছ চাষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

ডঃ মহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

বাংলাদেশ অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এ দেশের শতকরা ৮০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল যাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ এত কম যে তা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই দেশের উন্নয়ন বলতে প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়ন বোঝায়। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষি সম্পদের পাশাপাশি পানি সম্পদেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ এখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণে চেয়ে জলাভূমির পরিমাণ বেশি। ১৯৭৯ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র পুকুর নদী নালা খালবিল, কাঁতাই হ্রদ ও মোহনা অঞ্চলসহ সারাবৎসর পানি থাকে এমন জলাভূমির আয়তন প্রায় ৫০ লক্ষ একর। এছাড়াও বর্ষাকালে ৪-৬ মাস পানিতে ডুবে থাকা ধানক্ষেত ও প্লাবিত অঞ্চলের মোট পরিমাণ প্রায় ৭০ লক্ষ একর। প্রায় ৪৫০ মাইল উপকূল জুড়ে ২০-৫০ লক্ষ একর উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও সমুদ্র থেকে দুইশ মাইল বিস্তৃত রয়েছে অর্থনৈতিক এলাকা। এই সকল সম্ভাবনাময় পানি সম্পদকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করা যেতে পারে।

গড়পড়তাভাবে আমরা যতটুকু প্রাণীজ আমিষ গ্রহণ করে থাকি তার শতকরা ৮০ ভাগই আসছে মাছ থেকে। আমাদের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা তিন ভাগ এবং রফতানী আয়ে শতকরা ১১ ভাগ মৎস্য সম্পদ থেকে আসে। দেশের ৬ শতাংশ লোক জীবনযাপনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ ধরা ও অন্যান্য মৎস্য শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন। তাই শুধুমাত্র খাদ্য হিসাবেই নয় আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে মৎস্য সমাধানে, সমস্যা সমাধানে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করে দেশে মৎস্য সম্পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করে, পরিকল্পনা মাফিক সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ করে এবং মাছ চাষকে জনপ্রিয় করে দেশের অভ্যন্তরীণ সকল জলসম্পদকে ব্যাপকভাবে মাছ চাষের আওতায় এনে, অর্থনীতিকে সবল করার জন্য মাৎস্য সম্পদকে সবল করার জন্য মাৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কৌশল ও পরিকল্পনা থাকে যা আমাদের দেশেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অতি সম্প্রতি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে রয়েছে —যেমন মিঠা পানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সকল পুকুর হাওড়-বাওড়কে মাছ চাষের আওতায় আনা সার প্রয়োগ করা দ্রুত ক্ষয়নশীল প্রজাতি আমদানী ও তার ব্যবহার মাছ চাষীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানইত্যাদি এর কিছু উদ্দেশ্য থাকে। যেমন এ দেশের পুষ্টিমানের উন্নয়ন সাধন, বেকার সমস্যার অধিকতর কর্মসংস্থান, গ্রামীণ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কিছু কিছু নির্বাচিত মাৎস্য সম্পদ যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, ব্যাঙের পা, কচ্ছপ হাঙ্গরের পাখনা এ সবের উৎপাদন বৃদ্ধি, চিরাচরিত পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করে আধুনিক প্রযুক্তিগত পদ্ধতি উদ্ভাবন ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের উন্নয়ন সাধন, স্বাদু পানি ও সামুদ্রিক মৎস্যবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে বেষণা জোড়দার করা ইত্যাদি কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি বার বার সবার অলক্ষ্যে থেকে যায় তা হচ্ছে মাছ চাষ। আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে মাছ চাষ বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে না। নদীনালা খাল-বিলে যেভাবে মাছ বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃষকের পুকুরে মাছ ঠিক সেইভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদীনালা, খালবিলের মাছের গতি প্রকৃতি, খাদ্য, রোগ-বালাই ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা যেমন অজ্ঞ রয়েছি তেমনি আমাদের পুকুরের মাছের ক্ষেত্রেও অজ্ঞ রয়েছি। তাই বিগত দশকের তুলনায় পোনা উৎপাদনের হার বা পোনার চাহিদা বাড়লেও মাছের মোট এমনকি একর প্রতি উৎপাদনও বাড়েনি। বাড়েনি তার কারণ মাছ চাষের ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা দূর করার জন্যই দরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক মাৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষাই মাছ চাষের ক্ষেত্রে সকল অজ্ঞতা দূর করে মাছের জীবনযাত্রা সঠিকভাবে বুঝে তাদের বর্ধন হার বাড়াতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া মাছ চাষ সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে এই শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কোন কোন পর্যায়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে? প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সুষ্ঠু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য সূচী থাকে, এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার অবকাশ নেই। তবে শিক্ষার পর্যায় বুঝে তার স্বরূপ ও পদ্ধতি বদলাতে পারে। এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মৎস্য চাষ পর্যায়ে হতে পারে। মাঠ কর্মী পর্যায়ে হতে পারে, ডিপ্লোমা পর্যায়ে হতে পারে এবং গ্রাজুয়েট পর্যায়ে হতে পারে।

মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা একটি মিশ্র বিজ্ঞান। এখানে অনেক সহযোগী বিষয়ের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। একটি মাছ সম্পর্কে জানতে হলে তার বায়োলজী যেমন জানতে হবে তেমনি জানতে হবে তার শারীরিক উপাদানের গুণাগুণ তার পরিবেশ, তার খাবারের ধরন ও প্রকৃতি, জানতে হবে তার অর্থনীতি, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিসংখ্যান ইত্যাদি। তাই এই সকল বিষয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবল সঠিক মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে। শুধুমাত্র মৎস্য প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞান আহরণ করলেই মৎস্য বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদই এই দেশের একমাত্র সত্যিকারের প্রাতিষ্ঠানিক মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র। মৎস্য বিজ্ঞানের সকল দিকের প্রতি সমান ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে এখানে প্রতিটি গ্রাজুয়েটকে এক একজন সঠিক মৎস্য ও পেশাজীবী বিজ্ঞান হিসাবে তৈরি করা হয়।

মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা একটি কৃষি বিষয়ক শিক্ষা। কৃষি শিক্ষার তিনটি প্রধান মৌল নীতি হচ্ছে—শিক্ষা, সম্প্রসারণ ও গবেষণা। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গ্রামীণ মাছ চাষীদের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং মাছ চাষীদের মাঠের অসুবিধা সমূহ সমাধানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এসে গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা সমূহের প্রতিকার আবার মাছ চাষীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সম্প্রসারণ কর্মীদের উপর ন্যাস্ত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই কেবল এই ধরনের উপযুক্ত মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী তৈরি করতে পারে। এই বিবেচনাতেও প্রাতিষ্ঠানিক মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

[লেখক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ডীন]

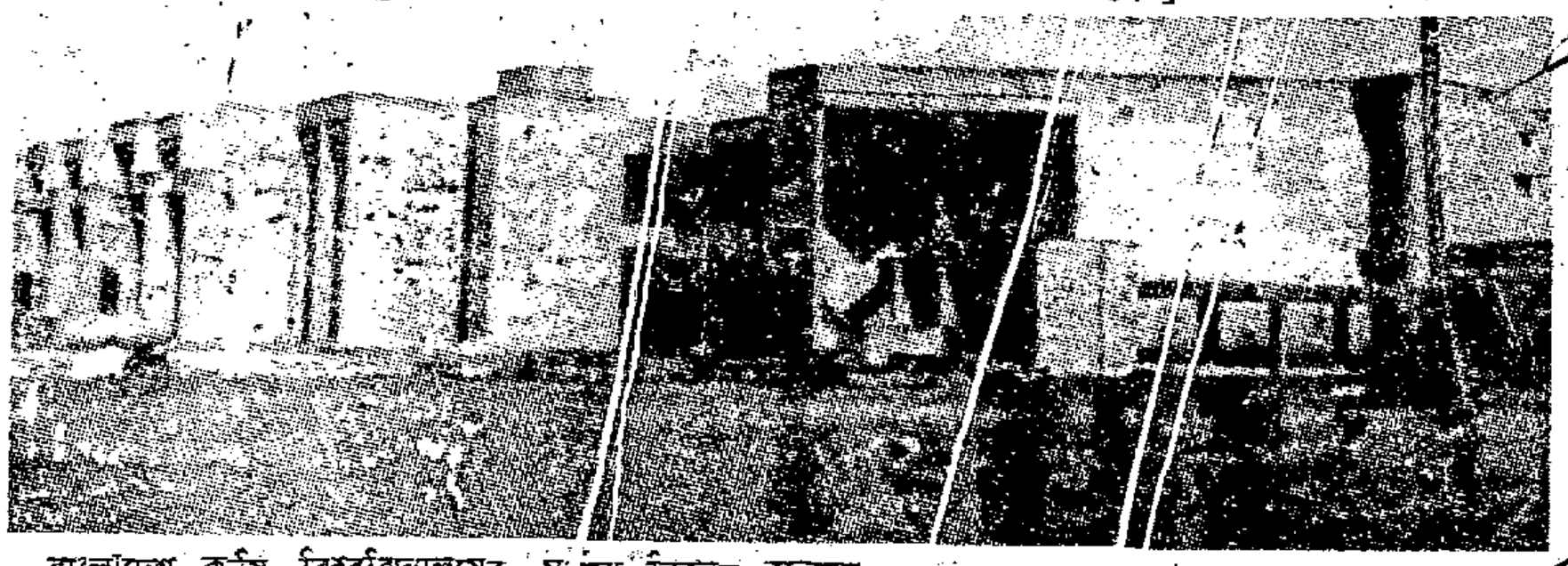

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ